# জে এস সি বাংলা

## মানবধর্ম লালন শাহ্

**প্রশ্ন ▶১** জাতের নামে বজ্জাতি সব, জাত জালিয়াতে খেলছ জুয়া
ছুঁলেই তোর জাত যাবে? জাত নয় তো ছেলের হাতের মোয়া।
হুঁকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি ভাবলি এতেই জাতির জান
তাইতো বেকুব এক জাতিরে করলি তোরা একশ খান।

*[নমুনা প্রশ্ন ১৮]*

ক. জলকে কখন কূপজল বলা হয়? ১

খ. 'সাত বাজারে' জাত বিকানো বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. কবিতাংশে 'মানবধর্ম' কবিতার কোন ভাবটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত ভাব সম্পর্কে লালন শাহ'র অভিমত কী? 'মানবধর্ম' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

**১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** জল যখন গর্তে থাকে তখন তাকে কূপজল বলা হয়।

**খ** 'সাত বাজারে' জাত বিকানো বলতে যেখানে সেখানে জাত পরিচয়কে বিকিয়ে দেওয়ার কথা বোঝানো হয়েছে।

লালন মানুষের জাত পরিচয়কে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন না। কোনো মানুষকে তিনি জাত দেখে বিচার করেন না। তাই তিনি জাতের চিহ্নকে যেখানে-সেখানে বিকিয়ে দিয়েছেন। তাঁর কাছে জাত পরিচয় যে মূল্যহীন সে বিষয়টি তুলে ধরতেই তিনি এমন কথা বলেছেন। তাই বলা যায়, সাত বাজারে, জাত বিকানো বলতে জাত পরিচয়ের এই মূল্যহীন দিকটিই বোঝানো হয়েছে।

**গ** উদ্দীপকের কবিতাংশে 'মানবধর্ম' কবিতার মূলভাব 'মনুষ্যধর্মই মূলকথা' এই দিকটি ফুটে উঠেছে।

'মানবধর্ম' কবিতায় লালন মানুষের সম্প্রদায়গত পরিচয়ের চাইতে মানুষ পরিচয়কেই বড় করে দেখেছেন। জাত-পাত বা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি বা মিথ্যে গর্ব করা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। মানুষের পরিচয় হিসেবে তিনি জাতকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন না।

উদ্দীপকেও আমরা এইভাবের প্রকাশ দেখতে পাই। মানুষ জাত নিয়ে অযথাই বাড়াবাড়ি করে। যারা জাত নিয়ে বাড়াবাড়ি করে কবি তাদের কটাক্ষ করেছেন। তিনি মনে করেন সারা পৃথিবীতেই মানুষের একটি জাত, আর তা হচ্ছে 'মানুষ'। অথচ স্বার্থের কারণে এই মানুষজাতিকে তারা অসংখ্য ভাগে ভাগ করেছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের কবিতাংশে 'মানবধর্ম' কবিতার মূলভাব ফুটে উঠেছে।

**ঘ** উদ্দীপকে প্রকাশিত ভাব 'মনুষ্যধর্মই মূলকথা' এর সঙ্গে 'মানবধর্ম' কবিতার কবি লালন শাহের অভিমত সমান্তরাল।

'মানবধর্ম' কবিতায় লালন শাহ মানুষের মাঝে বিদ্যমান সম্প্রদায়গত বিভেদ অস্বীকার করেছেন। তিনি এই কবিতায় জাত পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। জাত-পাত বা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি বা মিথ্যা গর্ব নয়, তার কাছে মনুষ্যধর্মই মূলকথা। জাত ও ধর্মভেদ যে ভিন্নতার কথা বলে লালন তা বিশ্বাস করেন না।

উদ্দীপকে জাতের নামে মানুষের বাড়াবাড়ির দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। এখানে কবি মানুষের এই বাড়াবাড়িতে বিরক্ত। কারণ তাদের এই বাড়াবাড়ির কারণেই মানুষ জাতি আজ শতভাগে বিভক্ত। মানুষে মানুষে হিংসা, রেষারেষির কারণও এটিই। তাই তিনি এই জাতি-ভেদ পরিহার করে মানুষজাতিকে বড় করে দেখাতে চেয়েছেন।

'মানবধর্ম' কবিতা এবং উদ্দীপকের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উভয় কবিই একটি চেতনার ধারক। তাদের কাছে জাত-পাতের কোনো মূল্য নেই। সকল মানুষকেই তারা এক জাতি হিসেবে দেখেন। আর সেই জাতির নাম হলো মানুষজাতি। তাদের ধর্মের নাম মনুষ্যধর্ম। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের কবিতাংশের ভাবের সঙ্গে লালনশাহ একই অভিমত পোষণ করেন।

**প্রশ্ন ▶২** নিখিল ও শ্যামল দুই ভাই স্কুলে যাচ্ছিল, যেতে যেতে রাস্তার পাশে তারা দেখতে পায় গাছ থেকে পড়ে একটি ছেলের পা কেটে গেছে। ছেলেটি অন্য ধর্মের বলে নিখিল তাকে পাশ কাটিয়ে যেতে চায়। কিন্তু শ্যামল তার হাত ধরে টেনে তুলে তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়। *[রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ]*

ক. লালন শাহের গানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য কী? ১

খ. 'মূলে এক জল, সে যে ভিন্ন নয়।'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে নিখিলের মধ্যে 'মানবধর্ম' কবিতার কোন দিক প্রতিফলিত হয়েছে এবং কীভাবে? ৩

ঘ. "উদ্দীপকের শ্যামল 'মানবধর্ম' কবিতার কবির চেতনাকে ধারণ করে।"— উক্তিটির সপক্ষে তোমার যুক্তি তুলে ধরো। ৪

**২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** অধ্যাত্মভাব ও মরমি রসব্যঞ্জনা লালন শাহের গানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

**খ** 'মূলে এক জল, সে যে ভিন্ন নয়' বলতে ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে রাখা অভিন্ন জলের মতো মানুষের অভিন্নতার দিকটিকে বোঝানো হয়েছে।

Teachingbd24.com

ভিন্ন ভিন্ন আধার অনুসারে জলকে ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকা হয়। কুয়োর জলকে প্রাত্যহিক প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয় আর গঙ্গাজলকে পবিত্র মনে করা হয়। দুস্থানের জল যেমন মূলে এক তেমনি জাতি-ধর্মের অন্তরালে পৃথিবীর সকল মানুষও এক। প্রশ্নোক্ত কথাটি দ্বারা এই বক্তব্যকেই বোঝানো হয়েছে।

**গ** উদ্দীপকের নিখিলের মধ্যে 'মানবধর্ম' কবিতার জাতিভেদের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

'মানবধর্ম' কবিতায় জাত-পাত বা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি বা মিথ্যে গর্ব করা থেকে বিরত থাকার কথা বলা হয়েছে। কবিতাটিতে লালন ফকির মানুষের জাত পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। তাঁর কাছে মনুষ্যধর্মই মূলকথা। আর এ কারণে তিনি জাতিভেদের দিকটি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন না।

উদ্দীপকের নিখিল জাতিভেদ প্রথায় বিশ্বাসী। আর এ কারণে অন্য ধর্মের একটি ছেলে বিপদে পরলেও সে এড়িয়ে যেতে চায়। ছেলেটির ধর্মীয় পার্থক্যই নিখিলকে এমন মানবতারহিত কাজে উৎসাহ দেয়। তার কাছে মনুষ্যধর্ম নয়, জাতিভেদ প্রথাই বড় হয়ে দেখা দেয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের নিখিলের মধ্যে 'মানবধর্ম' কবিতার জাতিভেদের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

**ঘ** মানবধর্মকে প্রাধান্য দেওয়ায় উদ্দীপকের শ্যামল 'মানবধর্ম' কবিতার কবির চেতনাকে ধারণ করেছে বলে আমি মনে করি।

'মানবধর্ম' কবিতায় লালন ফকির বলেছেন, তিনি জাতকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন না। তার কাছে মনুষ্যধর্মই আসল কথা পৃথিবীর সকল মানুষকেই তিনি সমান চোখে দেখেছেন। মানুষ জাত ও ধর্মভেদে যে পার্থক্যের কথা বলে তা তিনি বিশ্বাস করেন না।

উদ্দীপকের শ্যামলের মাঝেও আমরা মনুষ্যধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় লাভ করি। শ্যামল মানবধর্মকে প্রাধান্য দেওয়ায় আহত ছেলেটিকে এড়িয়ে যেতে পারেনি। ধর্ম তাঁর এ কাজে বাধা হতে পারেনি। তাই তো সে আহত ছেলেটিকে হাত ধরে টেনে তুলে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, উদ্দীপকের শ্যামল এবং কবিতার কবি উভয়েই মানবতাবাদী তাদের কাছে মনুষ্যধর্মই সবচেয়ে বড়। উভয়েই একই চেতনায় বিশ্বাসী। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের শ্যামল 'মানবধর্ম' কবিতার কবির চেতনাকেই ধারণ করছে।

**প্রশ্ন ▶৩** জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে
সে জাতির নাম মানুষ জাতি
এক পৃথিবীর স্তন্যে লালিত
একই রবি শশী মোদের সাথি।

*[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল]*

ক. লালন শাহ্ রচিত গানের সংখ্যা কত? ১

খ. লোকে অযথা গৌরব করে কেন? ২

গ. উদ্দীপকে 'মানবধর্ম' কবিতার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "বিষয়বস্তুর গভীরতার দিক দিয়ে উদ্দীপক থেকে 'মানবধর্ম' কবিতার পরিসর অধিক বিস্তৃত"— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

## ৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক** লালন শাহ্ রচিত গানের সংখ্যা সহস্রাধিক।

**খ** মানবিক পরিচয়ের গুরুত্ব বোঝে না বলে লোকে জাতপাতের কথা ভেবে অযথা গৌরব করে।

লালন শাহ্ জাত-ধর্ম-বর্ণের উর্ধ্বে মানবধর্মকেই শ্রেষ্ঠ মনে করতেন। কেননা, জন্ম ও মৃত্যুর সময় মানুষ জাত-ধর্মের উর্ধ্বে অবস্থান করে। ধর্ম বা সম্প্রদায়গত পরিচিতির চেয়ে মানুষ পরিচয়টাই বড়। এ সত্যটি বোঝে না বলেই লোকে জাতি-ধর্ম নিয়ে অযথা গৌরব করে।

**গ** উদ্দীপকে 'মানবধর্ম' কবিতায় প্রকাশিত অভিন্ন মানবসত্তার জয়গান গাওয়া হয়েছে।

'মানবধর্ম' কবিতায় মানবতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কবির কাছে ধর্ম বা সম্প্রদায়গত পরিচিতির চেয়ে মানুষ পরিচয়ই বড়। আর তাই জাত-ধর্ম নিয়ে অযথা বাড়াবাড়ি বা মিথ্যে গর্ব করার বিরোধিতা করেছেন তিনি।

'মানবধর্ম' কবিতার কবি মানবতাবাদে বিশ্বাসী। এ কারণে জাতিগত পরিচয়কে তিনি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন না। তাছাড়া জন্ম বা মৃত্যুকালে কেউ জপমালা বা তস্‌বি ধারণ করে না। কবি লক্ষ্য করেছেন, জাতিধর্মের নামে বিভাজন তৈরি হলেও আমরা মূলত একই মানবসত্তার অংশ। একইভাবে উদ্দীপকের কবিতাংশের কবিও মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করতেই প্রয়াসী হয়েছেন। আলোচ্য কবিতার কবির মতো তিনিও মনে করেন, জগৎ জুড়ে একই মানুষ জাতি অবস্থান করছে। তাদের মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। মানবসত্তার এই শ্রেষ্ঠত্বের দিকটি 'মানবধর্ম' কবিতারও মূলকথা। উদ্দীপকেও ফুটে উঠেছে অভিন্ন মানবসত্তারই জয়গান।

**ঘ** 'মানবধর্ম' কবিতায় জাতি-ধর্ম সবকিছুর উর্ধ্বে মানবতাকে স্থান দিয়েছেন কবি।

মানবধর্ম তথা মনুষ্যত্ববোধেই মানুষের প্রকৃত পরিচয় নিহিত। জাত বা ধর্ম নিয়ে অযথা বাড়াবাড়ি করা ঠিক নয়। আলোচ্য কবিতা এবং উদ্দীপকের কবিতাংশে এ সত্যটিই প্রতিফলিত হয়েছে।

উদ্দীপকের কবিতাংশের কবি -মানুষ পরিচয়কে বড় করে দেখেছেন। কেননা, জাতি-ধর্মের নিরিখে মানুষে মানুষে কৃত্রিম ভেদাভেদ সৃষ্টি হলেও আমাদের সবারই পরিচয় আমরা মানুষ। আর তাই মানুষ হিসেবে নিজেদের মধ্যে পার্থক্য করা উচিত নয়। 'মানবধর্ম' কবিতাটিতেও এ বিষয়ের প্রতিফলন ঘটেছে। তবে কবিতাটিতে দীর্ঘ পরিসরে ও ভিন্ন আঙ্গিকে মানুষের জাতি গৌরবের মিথ্যা চেতনাও প্রকাশ পেয়েছে।

'মানবধর্ম' কবিতায় লালন ফকির মানবধর্মের জয়গান গেয়েছেন। তাঁর কাছে মানবতাই মূলকথা। একইভাবে, উদ্দীপকের কবিতাংশেও মানুষ পরিচয়ের ভিত্তিতেই সাম্য প্রত্যাশা করেছেন কবি। তবে আলোচ্য কবিতায় কবি লালন শাহ্ কেবল মানুষ পরিচয়কেই প্রাধান্য দেননি। মানুষে মানুষে বিভেদের কারণ হিসেবে জাতিগত পরিচয়ের অসারতাও তুলে ধরেছেন, যা উদ্দীপকে প্রকাশ পায়নি। সেদিক বিবেচনায় বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

Teachingbd24.com

**প্রশ্ন ▶৪** মাদার তেরেসা একজন মহীয়সী নারী। তিনি অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী ছিলেন। জাত-ধর্মের ভেদাভেদ ভুলে মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে একনিষ্ঠভাবে অসহায় মানুষের সেবা করে যান। গভীর মমতা ও অকুণ্ঠ ভালোবাসা দিয়ে আর্তমানবতার সেবায় এগিয়ে যান। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন, মানুষের স্থান সবার উপরে। *[ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ]*

ক. লোকজন কী নিয়ে গৌরব করে? ১

খ. 'যাওয়া কিংবা আসার বেলায়' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের সাথে 'মানবধর্ম' কবিতার সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপক ও 'মানবধর্ম' কবিতার মূলসুর এক"— উক্তিটি উদ্দীপক ও 'মানবধর্ম' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

**৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** লোকজন জাত নিয়ে গৌরব করে।

**খ** 'যাওয়া কিংবা আসার বেলায়' বলতে লালন মানুষের জন্ম বা মৃত্যুর সময়কে চিহ্নিত করেছেন।

মানুষের সকল কর্মকাণ্ড জন্ম ও মৃত্যুর সীমারেখায় সীমাবদ্ধ। সদ্যোজাত মানবশিশু কোনো জাত-পরিচয় বহন করে পৃথিবীতে আসে না। তেমনি মৃত্যুর সময়ও মানুষের বিশেষ জাত-পরিচয় থাকে না। মানুষের জীবনে জন্ম ও মৃত্যুর চেহারা একরূপ। তাই জন্ম ও মৃত্যুর প্রসঙ্গেই কবি বলেছেন– 'যাওয়া কিংবা আসার বেলায়'।

**গ** উদ্দীপকের অভিন্ন মানবতার শ্রেষ্ঠত্বের দিকটি 'মানবধর্ম' কবিতার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ধর্ম বা সম্প্রদায়গত পরিচয়ের চেয়ে মানুষ হিসেবে পরিচয়টাই সবচেয়ে বড়। জাত-ধর্ম নিয়ে অযথা বাড়াবাড়ি করা মোটেই উচিত নয়। জাত-ধর্মকে বড় করা মানে সমগ্র মানবজাতিকেই ছোট করা। আর এটাই 'মানবধর্ম' কবিতার মূলসুর।

উদ্দীপকে মানবদরদি মাদার তেরেসার কথা উঠে এসেছে। তিনি আজীবন মানবতার সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর কাছে কোনো ধর্ম বা সম্প্রদায়ের পরিচয় গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। তিনি ছিলেন মানবপ্রেমের পূজারী। তিনি মানুষকে ভালোবাসতে পেরেছিলেন বলেই মানুষকে সবার ওপরে স্থান দিয়েছিলেন। অন্যদিকে, 'মানবধর্ম' কবিতাতেও লালন মানবতার জয়গান গেয়েছেন। তিনি ছিলেন জাত কিংবা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ির ঘোরবিরোধী। তাঁর কাছে দেশ-কাল-পাত্র ও ধর্মের চেয়ে মানবধর্মই সর্বশ্রেষ্ঠ। মানবসত্তার এই শ্রেষ্ঠত্বের দিকটি উদ্দীপক ও 'মানবধর্ম' কবিতায় একইভাবে উঠে এসেছে।

**ঘ** মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণার দিক দিয়ে উদ্দীপক ও 'মানবধর্ম' কবিতার মূলসুর এক।

মানবধর্ম তথা মনুষ্যত্ববোধেই মানুষের প্রকৃত পরিচয় নিহিত। জাত-ধর্ম নিয়ে মিথ্যা গর্ব করা উচিত নয়। একজন মানুষ যখন মানবতাবোধের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তখন সেটিই হয় তার শ্রেষ্ঠ ধর্ম। 'মানবধর্ম' কবিতায় লালন এ কথাটিই বোঝাতে চেয়েছেন। উদ্দীপকটিতে মাদার তেরেসার মানবপ্রেমের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। তিনি ছিলেন অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী। আর তাই ধর্ম-বর্ণের ভেদাভেদ ভুলে গরিব-দুঃখী মানুষের সেবায় তিনি নিজের সমগ্র জীবন ব্যয় করেছেন। তিনি মানুষকে সবার ওপরে স্থান দিয়েছিলেন বলে আর্তমানবতার সেবায় নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিলেন। লালন তাঁর 'মানবধর্ম' কবিতায় জাত ও ধর্মভেদের বিপরীতে মানুষের অভিন্নতার দিকটি তুলে ধরেছেন।

'মানবধর্ম' কবিতায় লালন ফকির মানুষের জাত-পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি মানবসমাজে জাত প্রথার প্রচলনকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেননি। তাঁর কাছে মনুষ্যধর্মই মূলকথা। তিনি বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে সকল মানুষই সমান। যারা ধর্মীয় ও জাতের কথা তুলে মানবসমাজে বিভেদ সৃষ্টি করতে চায় তিনি তাদের বিরোধী। আবার উদ্দীপকে মাদার তেরেসা তাঁর জীবনকে উৎসর্গ করেছেন মানবসেবায়। তার মধ্যে যদি ধর্ম ও জাতের বিভেদ থাকত তাহলে তিনি আর্তমানবতার সেবায় নিয়োজিত হতে পারতেন না। সুতরাং উদ্দীপক ও 'মানবধর্ম' কবিতার মূলসুর মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা।

**প্রশ্ন ▶৫** আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম
গ্রামের নওজোয়ান হিন্দু-মুসলমান
মিলিয়া বাউলা গান আর মুর্শিদি গাইতাম।
*[রাণী বিলাসমণি সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, গাজীপুর]*

ক. লালন শাহের জন্ম কত সালে? ১

খ. জেতের ফাতা বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপক ও 'মানবধর্ম' কবিতার সাদৃশ্য দেখাও। ৩

ঘ. উদ্দীপক ও 'মানবধর্ম' কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে অসাম্প্রদায়িক চেতনা— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

**৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** লালন শাহের জন্ম ১৭৭২ সালে।

**খ** 'জেতের ফাতা' বলতে জাতের চিহ্নকে বোঝানো হয়েছে।

মানুষের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায় তার বিবেক, মনুষ্যত্ব ও মানবিকতায়; জন্ম, গোত্র বা বংশ মর্যাদায় নয়। 'মানবধর্ম' কবিতায় লালন শাহ্ বংশধারা বা জাতধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন। তিনি জাতের ফাতা বা জাতের অস্তিত্বকে সাত বাজারে বিক্রি করে দিয়েছেন।-মূলত জেতের ফাতা বলতে এখানে জাত-গৌরবের অসারতাকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

**গ** অসাম্প্রদায়িক চেতনা ফুটে ওঠা দিক থেকে উদ্দীপক ও 'মানবধর্ম' কবিতার মধ্যে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

ধর্ম বা সম্প্রদায়গত পরিচিতির চেয়ে মানুষ হিসেবে পরিচয়টাই মানুষের বড় পরিচয়। এতে এক অকৃত্রিম সম্প্রীতি গড়ে ওঠে। উদ্দীপক ও 'মানবধর্ম' কবিতার এটিই প্রতিপাদ্য বিষয়।

মনুষ্যধর্মই 'মানবধর্ম' কবিতার মূলকথা। কবি লালন শাহ্ জাতকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন না। তাঁর মতে, জন্ম বা মৃত্যুকালে কেউ জপমালা বা তস্‌বি ধারণ করে না। তাই জাত-ধর্মের চেয়ে মানবধর্মই শ্রেষ্ঠ। উদ্দীপকের কবিতাংশেও জাত-ধর্মের ঊর্ধ্বে উঠে বৈষম্যহীন এক সমাজব্যবস্থার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এককালে অসাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে গ্রামবাংলার হিন্দু-মুসলমান মিলেমিশে বসবাস করত। আনন্দ-আয়োজনে সবাই সমভাবে অংশ নিত। 'মানবধর্ম' কবিতার কবিও এমন ভেদবৈষম্যহীন সমাজের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন।

https://teachingbd24.com

**ঘ** উদ্দীপকে হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সহাবস্থান ও 'মানবধর্ম' কবিতায় অভিন্ন মানবসত্তা বিকাশের মধ্য দিয়ে মূলত অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রকাশ ঘটেছে।

ধর্ম বা সম্প্রদায়গত পরিচিতির চেয়ে মানুষ হিসেবে পরিচয়টাই বড় পরিচয়। এতে এক অকৃত্রিম সম্প্রীতির সমাজ গড়ে ওঠে। জাত-ধর্মের ঊর্ধ্বে উঠে এক অসাম্প্রদায়িক চেতনা বিকশিত হয়েছে উদ্দীপক ও 'মানবধর্ম' কবিতায়।

উদ্দীপকে চিরায়ত গ্রামবাংলার এক অসাধারণ সম্প্রীতির চিত্র উঠে এসেছে। গ্রামের সব ধর্মের মানুষের আনন্দময় সহাবস্থান একটি অসাম্প্রদায়িক সমাজব্যবস্থারই বাস্তব রূপ। 'মানবধর্ম' কবিতায়ও জাত-পাতের তুচ্ছ ভাবনার ঊর্ধ্বে উঠে মানবধর্মভিত্তিক এক সমাজব্যবস্থার প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়েছে।

উদ্দীপক ও 'মানবধর্ম' কবিতায় জাত-ধর্মের সংকীর্ণতার বিপরীতে এক অসাম্প্রদায়িক সমাজব্যবস্থার চেতনা বিধৃত হয়েছে। কারণ জাত-পাতের ভেদাভেদ মানুষে-মানুষে দূরত্ব তৈরি করে। মানুষের প্রকৃত পরিচয় সে মানুষ। মনুষ্যত্ববোধ বা মানবতাবোধে উত্তীর্ণ হওয়াই অসাম্প্রদায়িক চেতনার মূলকথা। এ দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি সঠিক।

**প্রশ্ন ▶ ৬** শুনহ মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

*[নেত্রকোণা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]*

ক. লালন শাহ্ কার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন? ১

খ. 'মূলে এক জল'— বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকে 'মানবধর্ম' কবিতার যে দিকটি ফুটে উঠেছে তার ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. "উদ্দীপকে ফুটে উঠা দিকটিতে 'মানবধর্ম' কবিতার সম্পূর্ণ বিষয় প্রকাশ পায়নি।"— বিশ্লেষণ করো। ৪

**৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** লালন শাহ সিরাজ সাঁই-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

**খ** 'মূলে এক জল' বলতে ভিন্ন পাত্রে রাখা অভিন্ন জলের মতো মানুষের অভিন্নতার দিকটিকে বোঝানো হয়েছে।

আধারের পার্থক্য অনুসারে জলকে ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকা হয়। এই জল যখন কুয়োর মধ্যে থাকে তখন আমরা তাকে কুয়োর জল বলি। আবার যখন গঙ্গায় থাকে তখন গঙ্গাজল বলা হয় যা পবিত্রতার প্রতীক। অথচ সব জলের উৎস একই। ঠিক তেমনি মানুষও ভিন্ন ভিন্ন জাতে জন্ম নিয়ে আলাদা আলাদা পরিচয়ে বিভক্ত। অথচ সব মানুষই একই পরিচয়ে পৃথিবীতে এসেছে। তা হলে সে একজন মানুষ।

**গ** উদ্দীপকে 'মানবধর্ম' কবিতায় মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের দিকটি ফুটে উঠেছে।

'মানবধর্ম' কবিতায় কবি লালন শাহ্‌র সাম্যবাদী চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে। তাঁর চোখে সকল মানুষ সমান। মানুষে মানুষে যে ভেদাভেদ করা হয় সেটিকে তিনি অর্থহীন মনে করেছেন। উদ্দীপকে মানবসত্তার শ্রেষ্ঠত্বের দিকটি ফুটে উঠেছে। উদ্দীপকের কবিতাংশের কবি মনে করেন মানুষের চেয়ে বড় আর কিছু নয়। জাতিভেদ বা ধর্মবৈষম্য বড় কথা নয়, মানবধর্মই সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি। মানবসত্তার শ্রেষ্ঠত্বের দিকটি 'মানবধর্ম' কবিতায়ও ফুটে উঠেছে। লালন বলেছেন, তিনি জাতকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন না। তাঁর কাছে মনুষ্যধর্মই মূলকথা। মানুষ জাত ও ধর্মভেদে যে ভিন্নতার কথা বলে লালন তা বিশ্বাস করেন না। তাঁর দৃষ্টিতে পৃথিবীর সকল মানুষই সমান। এ বিষয়টিই উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে।

**ঘ** উদ্দীপকে 'মানবধর্ম' কবিতার মূলকথা ফুটে উঠলেও কবিতার বিশেষ কিছু দিককে প্রকাশ করতে পারেনি।

'মানবধর্ম' কবিতায় কবি মনুষ্যধর্মের জয়গান গেয়েছেন। জাতি-ধর্মকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন না। মানুষের ধর্ম বা সম্প্রদায়গত পরিচয়ের চেয়ে মানুষ পরিচয়কেই তিনি বড় করে দেখার কথা বলেছেন।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে সবার উপরে মানুষ সত্য। অর্থাৎ সবকিছুর ঊর্ধ্বে মানুষকে স্থান দেওয়া হয়েছে। যদিও জগতে নানা জাতিভেদ, ধর্মবৈষম্য ও উঁচু-নীচু ভেদাভেদ রয়েছে। কিন্তু মানুষের জাতিগত পরিচয় তাকে মূল্যায়নের মাপকাঠি হওয়া উচিত নয়। কেননা পৃথিবীর সকল মানুষই সমান। তাই সকল বৈষম্যের উপরে মানুষের স্থান।

'মানবধর্ম' কবিতায়ও মনুষ্যধর্মের জয়গান গাওয়া হয়েছে, যা উদ্দীপকেও প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু 'মানবধর্ম' কবিতায় আরও অনেক দিক ফুটে উঠেছে যেগুলো উদ্দীপকে নেই। আলোচ্য কবিতায় কবি বিভিন্ন জাতের প্রসঙ্গ টেনে বলেছেন যে তাঁর কাছে জাত গুরুত্বপূর্ণ নয়, আবার সকল মানুষের সৃষ্টির উৎস যে এক— তাও কবি উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়গুলো উদ্দীপকে অনুপস্থিত। সুতরাং বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

**প্রশ্ন ▶ ৭** মধ্যবিত্ত পরিবারের যোগেন সন্তানের জন্মদিনে গ্রামের অন্যান্যদের সাথে বিত্তশালী রূপেশ বাবুকেও নিমন্ত্রণ করেন। নিমন্ত্রণে এসে রূপেশ বাবু দেখেন মালিনী শোভা দুই হাতে মসলা বাটছে। এদৃশ্য দেখে না খেয়ে তিনি জরুরি কাজের কথা বলে বাড়ি চলে যান। তার এ আচরণে উপস্থিত সকলেই মর্মাহত হন।

*[বীণাপাণি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ]*

ক. লালন শাহের গুরু কে ছিলেন? ১

খ. কূপজল ও গঙ্গাজল কীভাবে অভিন্ন সত্তা? বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকে রূপেশ বাবুর আচরণে 'মানবধর্ম' কবিতার যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মালিনী শোভার মতো মানুষের মূল্যায়নের জন্য 'মানবধর্ম' কবিতার বক্তব্যের যথার্থতা বিচার করো। ৪

**৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** লালন শাহের গুরু ছিলেন সাধক সিরাজ সাঁই।

Teachingbd24.com

**খ** কূপজল ও গঙ্গাজল উভয়ই অভিন্ন সত্তা, কারণ জল হলো উভয়েরই মূল উপাদান।

জল কূপে থাকলে তাকে মানুষ কূপজল বলে এবং গঙ্গায় থাকলে তাকে গঙ্গাজল বা পবিত্র জল বিবেচনা করে। কিন্তু কূপজল ও গঙ্গাজলের মূল উপাদান এক অর্থাৎ তা হলো জল। এখানে কেবল জলের আধারের ভিন্নতা। তাই জাত-পাত-বর্ণ সবকিছুকে ছাপিয়ে জলের পরিচয়ই বড়। কারণ কূপজল ও গঙ্গাজল উভয়ের মূল উপাদান জল।

**গ** উদ্দীপকে রূপেশ বাবুর আচরণে 'মানবধর্ম' কবিতার জাত-পাতের ভেদাভেদের দিকটি ফুটে উঠেছে।

'মানবধর্ম' কবিতায় লালন শাহ্ বলেছেন তিনি কোনো জাত-ধর্মে বিশ্বাসী নন। তাঁর কাছে মনুষ্য ধর্মই হলো প্রধান ধর্ম। জন্ম বা মৃত্যুকালে মানুষের যেমন কোনো জাত থাকে না তেমনি জীবদ্দশায় এবং সামাজিক জীবনেও কোনো জাত-পাতে ভেদাভেদ থাকতে পারে না। তিনি কোনো ধর্মকে এককভাবে বিশ্বাস করেননি। তার মতে একটাই ধর্ম আছে তা হলো মানবধর্ম।

উদ্দীপকে মধ্যবিত্ত পরিবারের যোগেন সন্তানের জন্মদিনে গ্রামের অন্যান্যদের সাথে বিত্তশালী রূপেশ বাবুকেও নিমন্ত্রণ করেন। অনুষ্ঠানে এসে রূপেশ বাবু মালিনী শোভাকে দুই হাতে মশলা বাটতে দেখেন। এ দৃশ্য দেখে তিনি না খেয়ে জরুরি কাজের অজুহাত দেখিয়ে বাড়ি চলে যান । তার এমন আচরণে সকলেই মর্মাহত হন। 'মানবধর্ম' কবিতায় এমন জাত-পাতের বৈষম্যকে কবি অস্বীকার করেছেন। 'মানবধর্ম' কবিতায় উল্লিখিত জাত-পাতের ব্যবধানের দিকটি উদ্দীপকের রূপেশ বাবুর আচরণে ফুটে উঠেছে।

**ঘ** মালিনী শোভা নীচু শ্রেণির হলেও যোগেন তাকে মূল্যায়ন করেছে যা 'মানবধর্ম' কবিতার অন্তর্নিহিত বিষয়।

লালন শাহ্ 'মানবধর্ম' কবিতায় মানুষের প্রকৃত মানবিকতার দিকটি তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে কালো, ধলো, তসবি আর মালা দেখে মানুষকে আলাদা করা যায় না। কেননা পৃথিবীতে কেউ জাতের চিহ্ন নিয়ে জন্মগ্রহণ করেনি। উঁচু বা নীচু বলে কোনো জাত নেই। মানুষের আসল পরিচয় সে মানুষ।

উদ্দীপকের মালিনী শোভা নীচু জাতের হলেও তার গুরুত্বপূর্ণ পরিচয় সে মানুষ। যোগেনের সন্তানের জন্মদিনে সে মশলা বাটার দায়িত্ব পায়। এক্ষেত্রে শোভার জাত-পাতের দিকটি যোগেনের কাছে বিবেচ্য হয়ে ওঠেনি।

উদ্দীপকে মালিনী শোভাকে মূল্যায়ন করেছে যোগেন। সে নীচু শ্রেণির বলে যোগেন তাকে অবহেলা করেনি। লালন শাহ্ 'মানবধর্ম' কবিতায় এই একই কথা বলেছেন। তিনি পৃথিবীতে মানুষে মানুষে শ্রেণিভেদের কথা বিশ্বাস করেন না। তিনি বলেছেন মানুষ এক জাতি। তাই বলা যায়, মালিনী শোভাকে মানুষ হিসেবে মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে উদ্দপিকে 'মানবধর্ম' কবিতার বক্তব্যের যথার্থতা ফুটে উঠেছে।

**প্রশ্ন ▶৮** ভজন মন্দিরে তব
পূজা যেন নাহি রয় থেমে
মানুষেরে করো না অপমান
যে ঈশ্বরে ভক্তি কর
হে সাধক মানুষের প্রেমে
তাঁরি প্রেম করে সপ্রমাণ।

*[হরিমোহন সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ]*

ক. যথা তথা লোকে কীসের গৌরব করে? ১

খ. লালন ফকির কূপজল আর গঙ্গাজলের প্রসঙ্গটি কেন উপস্থাপন করেছেন? ২

গ. উদ্দীপকে 'মানবধর্ম' কবিতার কোন বিশেষ দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "মানবতার জয়গানে উদ্ধৃতাংশ ও 'মানবধর্ম' কবিতা যেন একসূত্রে গাঁথা।"— উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

**৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** যথা তথা লোকে জাতের গৌরব করে।

**খ** এক ও অভিন্ন মানবসত্তার দিকটি বোঝাতে লালন ফকির কূপজল আর গঙ্গাজলের প্রসঙ্গটি উপস্থাপন করেছেন।

জল যদি কুয়োর মধ্যে থাকে তবে আমরা তাকে কুয়োর জল বলি। আবার যদি গঙ্গা নদীতে থাকে তবে তাকে আমরা গঙ্গাজল বলে পবিত্র মনে করি। এক্ষেত্রে অবস্থান ভিন্ন হলেও জল এক ও অভিন্ন। ঠিক তেমনি পৃথিবীতে নানা জাতি-ধর্ম থাকলেও পৃথিবীর সকল মানুষই সমান। এ কথা বোঝাতেই লালন ফকির কূপজল আর গঙ্গাজলের প্রসঙ্গটি উপস্থাপন করেছেন।

**গ** উদ্দীপকে 'মানবধর্ম' কবিতায় প্রকাশিত মানবতার জয়গানের দিকটি ফুটে উঠেছে।

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। মানুষকে তার শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখতে হলে মনুষ্যত্ব ও নৈতিকতার চর্চা করতে হবে। আর মানবিকবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে মানুষকে ভালোবাসার মধ্য দিয়েই তা অর্জন করা যায়।

উদ্দীপকের কবিতাংশে মানুষের জয়গান গাওয়া হয়েছে। মানুষ স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তাছাড়া তিনি মানুষের অন্তরেই বিরাজ করেন। তাই মানবসেবার মধ্য দিয়ে স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। উদ্দীপকের কবি বলেছেন স্রষ্টার সৃষ্টি মানুষকে ভালোবাসার মধ্য দিয়েই স্রষ্টার প্রতি ভালোবাসা প্রমাণিত হয়। স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। 'মানবধর্ম' কবিতায়ও কবি মানুষের জয়গান গেয়েছেন। সেখানে জাতিগত বা সম্প্রদায়গত ভেদাভেদ ভুলে মানুষ হিসেবে মানুষকে ভালোবাসার কথাই তিনি ব্যক্ত করেছেন। এ বিষয়টিই উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে।

**ঘ** "মানবতার জয়গানে উদ্ধৃতাংশ ও 'মানবধর্ম' কবিতা যেন একসূত্রে গাঁথা।"— উক্তিটি যথার্থ।

মনুষ্যত্ব লাভের প্রধান শর্ত হলো মানবতা। এর মাধ্যমেই মানুষ মানুষকে মূল্যায়ন করতে শেখে। তাই মানবতাবাদের মাধ্যমেই সকল ভেদাভেদ ও বৈষম্য দূরীভূত করে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

Teachingbd24.com

উদ্দীপকের কবিতাংশে মানবতার জয়গান গাওয়া হয়েছে। স্রষ্টা মানুষের পরম আরাধ্য। কেননা, স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারলে জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধি লাভ করা যায়। কবি মনে করেন, স্রষ্টার সৃষ্ট মানুষকে ভালোবাসার মধ্য দিয়ে স্রষ্টার প্রতি ভালোবাসা প্রমাণিত হয়। বস্তুত মানুষকে ভালোবাসলেই স্রষ্টাকে খুশি করা যায়।

মানবতাই মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম। মানব সেবার মাধ্যমেই স্রষ্টার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশিত হয়। তাই লালন সকল জাতিভেদ ও ধর্মভেদ ভুলে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে সবকিছুর উর্ধ্বে মানুষের অবস্থান। একইভাবে, উদ্দীপকের কবিতাংশেও মানুষের জয়গান গাওয়া হয়েছে। মানুষকে ভালোবাসার মধ্যেই স্রষ্টার প্রতি ভালোবাসা ফুটে ওঠে বলে মত প্রকাশ করা হয়েছে। সে বিবেচনায় প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথাযথ।

**প্রশ্ন ▶ ৯** আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম
গ্রামের নওজোয়ান হিন্দু-মুসলমান
মিলিয়া বাউলা গান আর মুর্শিদি গাইতাম।

*[নওগাঁ জিলা স্কুল]*

ক. কবি জগৎ বেড়ে কীসের কথা বলেছেন? ১

খ. 'মূলে এক জল, সে যে ভিন্ন নয়'— বলতে কোন বিষয়কে বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকে 'মানবধর্ম' কবিতার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'গ্রামের হিন্দু-মুসলমানের মিলনে 'মানবধর্ম' কবিতার সুর বেজে উঠেছে।'— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

**৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** কবি জগৎ বেড়ে জেতের (জাতের বা ধর্মের) কথা বলেছেন।

**খ** 'মূলে এক জল' সে যে ভিন্ন নয়' বলতে ভিন্ন পাত্রে রাখা অভিন্ন জলের মতো মানুষের অভিন্নতার দিকটিকে বোঝানো হয়েছে।

আধারের পার্থক্য অনুসারে জলকে ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকা হয়। কুয়োর জলকে প্রাত্যহিক প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয় আর গঙ্গাজলকে পবিত্র মনে করা হয়। দুই স্থানের জল যেমন মূলে এক তেমনি জাতি-ধর্মের অন্তরালে পৃথিবীর সকল মানুষও এক। প্রশ্নোক্ত কথাটি দ্বারা একথাই বোঝানো হয়েছে।

**গ** উদ্দীপকে 'মানবধর্ম' কবিতায় বর্ণিত অসাম্প্রদায়িক চেতনার দিকটি ফুটে উঠেছে।

'মানবধর্ম' কবিতায় লালন শাহ্‌র সাম্যবাদী চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে। তাঁর চোখে সকল মানুষ সমান। মানুষে মানুষে যে ভেদাভেদ করা হয় সেটিকে তিনি অর্থহীন বলে মনে করেন।

উদ্দীপকের কবিতাংশে গ্রামীণ জীবনে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনুপম চিত্র ফুটে উঠেছে। এককালে বাংলার গ্রামে হিন্দু-মুসলিম সকলে মিলেমিশে বসবাস করত। সবাই একসাথে নানা আনন্দ আয়োজনে অংশ নিত। 'মানবধর্ম' কবিতার রচয়িতাও এমন ভেদাভেদহীন সমাজের প্রত্যাশী।

**ঘ** উদ্দীপকে প্রকাশিত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি 'মানবধর্ম' কবিতার মূল কথা।

লালন শাহ্ ছিলেন একজন মানবতাবাদী কবি। মানুষের মর্যাদাকে তিনি সবকিছুর ওপরে স্থান করে দিয়েছেন। মানুষে মানুষে থাকা নানা জাতিগত ভেদাভেদকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন না। লালনের এই দর্শনই আমরা খুঁজে পাই 'মানবধর্ম' কবিতায়।

উদ্দীপকের কবিতাংশে আবহমান গ্রামবাংলার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য উঠে এসেছে। গ্রামের সকল ধর্মের মানুষের মধ্যে একসময় সহাবস্থান বিদ্যমান ছিল। একে অন্যের সংস্কৃতিকে আপন করে নিতে দ্বিধা করেনি। জাত-পাতের তুচ্ছ ভাবনার উর্ধ্বে উঠতে পারলেই কেবল এমন সামাজিক অবস্থার সৃষ্টি করা যায়।

উদ্দীপকের কবিতাংশ ও 'মানবধর্ম' কবিতা— উভয় ক্ষেত্রেই জাত-পাতের সংকীর্ণতার বিপরীতে মানুষের প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। জাত-ধর্মের ভেদাভেদ মানুষে মানুষে দূরত্ব তৈরি করে। মানুষের প্রকৃত পরিচয় সে মানুষ। 'মানবধর্ম' কবিতা ও উদ্দীপকের কবিতাংশের মূলবক্তব্য এটাই। সামগ্রিক বিবেচনায় বলা যায়, আলোচ্য উক্তিটি যথাযথ।

**প্রশ্ন ▶ ১০** সমান হউক মানুষের মন, সমান অভিপ্রায়,
মানুষের মত মানুষের পথ এক হোক পুনরায়;
সমান হউক আশা অভিলাষ সাধনা সমান হউক
সাম্যে গানে হউক শান্ত ব্যথিত মর্ত্যলোক।

*[রংপুর জিলা স্কুল]*

ক. লালন শাহ্ কী ধরনের কবি? ১

খ. কূপজল ও গঙ্গাজল কীভাবে অভিন্ন সত্তা? বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকে 'মানবধর্ম' কবিতার ফুটে ওঠা ভাবটি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের চেতনাই 'মানবধর্ম' কবিতার মূল বক্তব্য"— বিশ্লেষণ করো। ৪

**১০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** লালন শাহ্ একজন মানবতাবাদী মরমি কবি।

**খ** অবস্থান ভিন্ন হলেও কূপজল ও গঙ্গাজল মূলত একই বস্তু।

সাধারণভাবে কুয়োর পানিকে কূপজল আর গঙ্গা নদীর পানিকে গঙ্গাজল বলা হয়। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে গঙ্গাজলকে লোকে পবিত্র মনে করে। তবে অবস্থান যাই হোক না কেন কূপজল ও গঙ্গাজল মূলত একই জলের ভিন্ন অবস্থান মাত্র। আর তাই কূপজল ও গঙ্গাজল অভিন্ন সত্তা।

**গ** 'মানবধর্ম' কবিতায় সকল ভেদাভেদের উর্ধ্বে মানুষ পরিচয়ের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে।

'মানবধর্ম' কবিতায় বলা হয়েছে, জাত শুধু মানুষের বাইরের পরিচিতিকে তুলে ধরে। কারণ মানুষের বেশভূষার সঙ্গে তার জাতের খানিকটা পরিচিতি গড়ে ওঠে। বাহ্যিক ভূষণের এ পরিচিতিকে কৃত্রিম মনে করেন লালন শাহ্। কারণ তিনি জানেন মনুষ্যত্বই মানুষের আসল পরিচয়কে বহন করে।

https://teachingbd24.com

উদ্দীপকের কবিতাংশে সমাজে প্রচলিত বিভেদকে অস্বীকার করে সকল মানুষের মিলন প্রত্যাশা করা হয়েছে। কবি মনে করেন, সমাজে প্রচলিত বিভেদ ও বৈষম্য অর্থহীন। কেননা, একই পৃথিবীর অন্ন-জলে আমরা বেড়ে উঠি। তাছাড়া সবকিছুর ঊর্ধ্বে আমাদের পরিচয় আমরা মানুষ। তাই তিনি সকল মানুষের মহামিলনের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে শান্তি প্রত্যাশা করেছেন। 'মানবধর্ম' কবিতার কবির প্রত্যাশাও একই। সে বিবেচনায় উদ্দীপকটি 'মানবধর্ম' কবিতার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

**ঘ** 'মানবধর্ম' কবিতায় সাম্যবাদী চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে যা উদ্দীপকেরও মূলবক্তব্য।

'মানবধর্ম' কবিতায় কবি জাতিগত পরিচয়ের চেয়ে মানুষ পরিচয়কেই বড় করে দেখেছেন। আর তাই নানা উপমার মধ্য দিয়ে জাত-ধর্মের পরিচয়ের অসারতা তুলে ধরেছেন তিনি। কবির এ মনোভাব উদ্দীপকের কবিতাংশেও প্রতিফলিত হয়েছে।

উদ্দীপকের কবিতাংশে সমাজে প্রচলিত সব ভেদাভেদকে উপেক্ষা করে কবি সকল মানুষের মধ্যে ঐক্য প্রত্যাশা করেছেন। আর তাই তাঁর প্রত্যাশা সকল মানুষের মত, পথ ও অভিপ্রায় যেন এক হয়। কবির এ সত্য উপলব্ধি ও উদার দৃষ্টিভঙ্গির দিকটি আলোচ্য 'মানবধর্ম' কবিতারও মূল বিষয়।

'মানবধর্ম' কবিতায় জাতিগত পরিচয় নিয়ে ফকির লালন শাহের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছে। তিনি ব্যক্তিগতভাবে জাতপাতে বিশ্বাসী ছিলেন না। মানবতাকেই তিনি সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছেন। আর মানবিক বিবেচনায় সকল মানুষ সমান। কবির এ আত্মপোলব্ধির দিকটি উদ্দীপকের কবিতাংশেও বিদ্যমান। কেননা, ফকির লালন শাহর মতো মানবিকবোধে উজ্জীবিত হয়েছেন বলেই উদ্দীপকের কবি সকল মানুষকে এক করতে চেয়েছেন। সে বিবেচনায় প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথাযথ।

**প্রশ্ন ▶ ১১** i) কেউ মালা, কেউ তসবি গলায়
তাইতে কী জাত ভিন্ন বলায়,
ii) কালো আর ধলো বাহিরে কেবল
ভিতরে সবার সমান রাঙা।

*[গাইবান্ধা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]*

ক. লালন শাহের গানের বৈশিষ্ট্য কী? ১

খ. 'কূপজল ও গঙ্গাজল' কবি কী অর্থে ব্যবহার করেছেন? বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকের ১ম ও ২য় স্তবকের মধ্যে বৈসাদৃশ্য কোথায়? নির্ণয় করো। ৩

ঘ. 'মূলত দুটি স্তবকের মূলভাব একই'— মন্তব্যটির সত্যতা যাচাই করো। ৪

**১১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** লালন শাহের গানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো অধ্যাত্মভাব ও মরমি রসব্যঞ্জনা।

**খ** সব জলের মূল একই উৎস থেকে এসেছে বোঝাতে লালন শাহ্ কূপজল ও গঙ্গাজল শব্দদুটি ব্যবহার করেছেন।

'মানবধর্ম' কবিতায় লালন ফকির জাত-পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য হলো মানুষের ভিন্ন ভিন্ন কোনো জাত নেই। মানুষ পরিচয়ের নিরীখে সব মানুষ সমান। তাঁর মতে, কূপজল আর গঙ্গাজল বলতে আমরা যাই বুঝিনা কেন, উভয়েরই উৎস এক। তেমনি জাতি-ধর্মের ঊর্ধ্বে সকল মানুষ এক। আলোচ্য কবিতায় মানুষে মানুষে কৃত্রিম বেদাভেদকে বোঝাতেই কবি প্রশ্নোক্ত শব্দ দুটি ব্যবহার করেছেন।

**গ** উদ্দীপকের ১ম ও ২য় স্তবকের মধ্যে বর্ণ এবং ধর্মগত বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

পৃথিবীতে মানুষে মানুষে যে ভেদাভেদ রয়েছে, তার অধিকাংশের মূলে রয়েছে জাতি-ধর্মের দ্বন্দ্ব। তাই সাম্যবাদী কবি লালন শাহ্ সব জাতি, ধর্ম এবং বর্ণের ওপরে মানুষ পরিচয়কে প্রাধান্য দিয়েছেন।

উদ্দীপকের প্রথম স্তবকে কবি মালা ও তসবির কথা উল্লেখের মধ্য দিয়ে সমাজে প্রচলিত ধর্মীয় ভেদাভেদকে নির্দেশ করেছেন। তবে প্রকৃত অর্থে এসব চিহ্নের দ্বারা মানুষের জাতকে ভিন্ন করা যায় না — এটাই এই স্তবকের সারকথা। পক্ষান্তরে উদ্দীপকের ২য় স্তবকে বর্ণের কারণে মানুষের মাঝে যে বিভেদ বৈষম্য তৈরি হয় তাকে অস্বীকার করে মানবতার জয়গান গাওয়া হয়েছে। এদিক থেকে উদ্দীপকের ১ম স্তবকের সঙ্গে ২য় স্তবকের বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

**ঘ** "মূলত দুটি স্তবকের মূলভাব একই"— উক্তিটি যথার্থ।

মানুষের মাঝে বাহ্যিক যত ভেদাভেদই থাকুক না কেন প্রকৃত অর্থে সকল মানুষের একই পরিচয়। আর তা হলো মানুষ সকল মানুষের মাঝে একটাই ধর্ম আর সেই ধর্ম হলো মানবধর্ম।

উদ্দীপকের ১ম ও ২য় স্তবকে জাতি-ধর্মের কারণে মানুষের মাঝে যে বিভেদ দেখা দেয় তার বিরুদ্ধেই বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। কখনো কখনো দেখা যায় জাতি-ধর্মের নামে মানুষে মানুষে পার্থক্য করা হয়। কিন্তু মানুষের মাঝে প্রকৃতিগতভাবে কোনো প্রভেদ নেই। আলোচ্য 'মানবধর্ম' কবিতার কবি লালন শাহও মনে করেন, মানুষের মাঝে আলাদা আলাদা কোন জাত থাকতে পারে না। আর তাই তিনি জাত পাতের ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে মানবতার জয়গান গেয়েছেন। তাঁর ধারণা মানুষ পরিচয়ের ভিত্তিতেই সমাজে একদিন সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে। উদ্দীপকের কবিতাংশ দুটিতেও মানবতাবাদই প্রাধান্য পেয়েছে। সে বিবেচনায় প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথাযথ।

উল্লেখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়— উদ্দীপকে উল্লেখিত দুটি স্তবকের মূলভাব একই— মন্তব্যটি যথার্থ।

**প্রশ্ন ▶ ১২** শুনহ মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

*[কুমিল্লা জিলা স্কুল]*

ক. লালন শাহ এর গুরু কে ছিলেন? ১

খ. লালন মানুষের ধর্মকে অভিন্ন মনে করেছেন কেন? ২

গ. উদ্দীপকে 'মানব ধর্ম' কবিতার কোন আদর্শবোধের পরিচয় মেলে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "ধর্ম বা সম্প্রদায়গত পরিচিতির চেয়ে 'মানুষ' হিসেবে পরিচয়টাই বড়"— উক্তিটি 'মানব ধর্ম' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

Teachingbd24.com

### ১২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক** লালন শাহ—এর গুরু ছিলেন সাধক সিরাজ সাঁই।

**খ** পৃথিবীর সকল মানুষকে সমান বিবেচনা করে লালন মানুষের ধর্মকে অভিন্ন বলে ঘোষণা করেছেন।

লালন মানুষে মানুষে জাতিগত ও ধর্মীয় ভেদাভেদে বিশ্বাসী নন। তাঁর মতে মানবতাই হলো মানুষের জীবনের একমাত্র সত্য, একমাত্র ধর্ম। মানবতার ধর্মেই প্রতিটি মানুষের জীবন মহীয়ান হয়ে ওঠে। তাই তিনি মানুষের ধর্ম অভিন্ন বলে মনে করেছেন।

**গ** উদ্দীপকে 'মানবধর্ম' কবিতার মানবতাবোধের পরিচয় মেলে।

'মানবধর্ম' কবিতায় কবি বলতে চেয়েছেন মানবধর্মই বড় ধর্ম। ধর্ম ও সম্প্রদায়গত পরিচিতির চেয়ে মানুষ হিসেবে পরিচয়টাই আসল। পৃথিবীতে মানুষ নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে রেখেছে। অথচ মানুষের বড় পরিচয় সে মানুষ।

উদ্দীপকের কবি সকল মানুষকে এক বলে সম্বোধন করেছেন। আর বলতে চেয়েছেন, পৃথিবীতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের কথা। অর্থাৎ, মানুষই সবকিছুর ওপরে তার উপরে আর কোনো কিছু নেই। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উদ্দীপকে 'মানবধর্ম' কবিতার মানবতাবোধের দিকটিই প্রতিফলিত হয়েছে।

**ঘ** "ধর্ম বা সম্প্রদায়গত পরিচিতির চেয়ে 'মানুষ' হিসেবে পরিচয়টাই বড়"— উক্তিটি 'মানবধর্ম' কবিতার আলোকে যথার্থ।

'মানবধর্ম' কবিতায় কবি মনুষ্যধর্মকে বড় করে দেখেছেন। কবি এই কবিতায় মানুষের জাত পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। তিনি মনে করেন, জাত পরিচয় গুরুত্বপূর্ণ কোনো কিছু নয়, অথচ এটি নিয়েই মানুষের যতো মাতামাতি।

উদ্দীপকের কবি মানুষকে শ্রেষ্ঠ হিসেবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, সবার উপরে মানুষ সত্য। অর্থাৎ তিনি বোঝাতে চেয়েছেন মনুষ্যধর্ম পালন করাই সকলের কর্তব্য হওয়া উচিত। কেননা, এর চেয়ে বড় কোনো ধর্ম মানব সমাজে নেই।

উদ্দীপক ও 'মানবধর্ম' কবিতার আলোচনা থেকে বলা যায়, উভয় কবির বক্তব্যই এক। উভয় কবি নানাভাবে এটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, মনুষ্য ধর্মই মূল কথা। মানবতাবাদ মানুষের মধ্যে না থাকলে সেই মানুষ প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠতে পারে না। মানুষকে মানুষ হতে হলে তার মধ্যে অবশ্যই মনুষ্যত্ববোধ থাকতে হবে। তাই বলা যায়, "ধর্ম বা সম্প্রদায়গত পরিচিতির চেয়ে 'মানুষ' হিসেবে পরিচয়টাই বড়"— উক্তিটি 'মানবধর্ম' কবিতার আলোকে যথার্থ।

**প্রশ্ন ▶ ১৩** (i) "অকালকুষ্মাণ্ডটা একটা সাপুড়ের মেয়ে নিকা করিয়া ঘরে আনিয়াছে। আর শুধু নিকা নয়, তাও না হয় চুলায় যাক, তাহার হাতে ভাত পর্যন্ত খাইতেছে। গ্রামে যদি ইহার শাসন না থাকে তো বনে গিয়া বাস করিলেই তো হয়। কোড়োলা, হরিপুরের সমাজ একথা শুনিলে যে— ইত্যাদি ইত্যাদি।"

(ii) বংশে বংশে নাহিকো তফাত
বনেদি কে আর গর-বনেদি
দুনিয়ার সাথে গাঁথা বুনিয়াদ
দুনিয়া সবারই জনম- বেদি।

*[লক্ষ্মীপুর আদর্শ সামাদ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]*

ক. লালন শাহের গানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য কী? ১

খ. "মূলে এক জল, সে যে ভিন্ন নয়"- বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকের (i) অংশে 'মানবধর্ম' কবিতার কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে? বুঝিয়ে লেখো। ৩

ঘ. 'উদ্দীপকের (ii) অংশের বক্তব্য 'মানবধর্ম' কবিতাটির মূলকথা' মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

### ১৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক** লালন শাহের গানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো অধ্যাত্মভাব ও মরমি রসব্যঞ্জনা।

**খ** 'মূলে এক জল, সে যে ভিন্ন নয়' বলতে ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে রাখা অভিন্ন জলের মতো মানুষের অভিন্নতার দিকটিকে বোঝানো হয়েছে।

ভিন্ন ভিন্ন আধার অনুসারে জলকে ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকা হয়। কুয়োর জলকে প্রাত্যহিক প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয় আর গঙ্গাজলকে পবিত্র মনে করা হয়। দু'স্থানের জল যেমন মূলে এক, তেমনি জাতি-ধর্মের অন্তরালে পৃথিবীর সকল মানুষও এক। প্রশ্নোক্ত কথাটি দ্বারা এ বক্তব্যকেই বোঝানো হয়েছে।

**গ** উদ্দীপকের (i) অংশে 'মানবধর্ম' কবিতার জাতবিভেদের দিকটি প্রকাশ পেয়েছে।

জগতে নানা ধর্ম বা জাতির মানুষের বসবাস রয়েছে। তবে ধর্ম বা সম্প্রদায়গত পরিচিতির চেয়ে মানুষ হিসেবে পরিচয়টাই মানুষের বড় পরিচয়। তাই জাত ধর্ম নিয়ে অযথা বাড়বাড়ি বা মিথ্যে গর্ব করা ঠিক নয়।

উদ্দীপকে জাত ধর্মের হীন মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। উদ্দীপকে বলা হয়েছে যে, মৃত্যুঞ্জয় একটা নীচু জাতের মেয়েকে বিয়ে করেছে। শুধু বিয়ে নয়, তার হাতে ভাতও খেয়েছে। এখানে নীচু জাতের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও অবজ্ঞা ফুটে উঠেছে। উদ্দীপকে ফুটে ওঠা এ মানসিকতার প্রতিফলন দেখতে পাই আমরা 'মানবধর্ম' কবিতার প্রথম অংশে। এ কবিতায়ও কিছু মানুষ লালনের জাতধর্ম নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে, যা উদ্দীপকে প্রকাশিত হীন জাতিভেদকেই নির্দেশ করে।

**ঘ** উদ্দীপকের (ii) অংশে মনুষ্যধর্মের জয়গান গাওয়া হয়েছে, যা 'মানবধর্ম' কবিতার মূলকথা।

জগতের প্রতিটি মানুষ অভিন্ন সত্তা থেকে সৃষ্ট। তাই মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ থাকা উচিত নয়। উদ্দীপক এবং আলোচ্য কবিতায় এ বিষয়টিই ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপক (ii) এর কবিতাংশে অভিন্ন মানবসত্তার শ্রেষ্ঠত্বের দিকটি ফুটে উঠেছে। কবি জাত-পাত বা বংশে বংশে কোনো তফাৎ দেখেন না, কেননা তিনি জাতিভেদ নয়, মানুষের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী। তাই কবির দৃষ্টিতে জগতের সকল মানুষই সমান। জাত, পাত, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষেরই আবাসস্থল হলো এই পৃথিবী। তাই একই পৃথিবীতে বাস করে মানুষের মধ্যে জাতিবিভেদ বা ধর্মবৈষম্য থাকা উচিত নয়। উদ্দীপকের (ii) কবিতাংশের বক্তব্যে এ বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

https://teachingbd24.com

'মানবধর্ম' কবিতায় মনুষ্যধর্মের জয়গান গাওয়া হয়েছে। এ কবিতায় বলা হয়েছে পৃথিবীতে নানা ধর্মমত প্রচলিত থাকলেও মানবতাবোধ সবচেয়ে বড় বিষয়। তাই উদ্দীপক (ii) ও আলোচ্য কবিতায় ধর্ম হিসেবে একমাত্র মানবধর্মকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। জাত বা বংশ গৌরব নয় বরং মনুষ্যত্বের পরিচয় দেওয়াতেই মানবজন্মের সার্থকতা নিহিত। তাই জাতি বিভেদ ভুলে আমাদের উচিত সবার উপরে মানুষ সত্য-এই বিশ্বাসকে লালন করা। উদ্দীপক (ii) ও আলোচ্য কবিতায় এই সাম্যবাদী মনোভাব ফুটে ওঠায় আমরা বলতে পারি, উদ্দীপক (ii) অংশের বক্তব্য 'মানবধর্ম' কবিতার মূলকথা।

**প্রশ্ন ▶ ১৪** মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান।
মুসলিম তার নয়নমণি, হিন্দু তাহার প্রাণ!
এক সে আকাশ মায়ের কোলে
যেন রবি শশী দোলে,
এক রক্ত বুকের তলে, এক সে নাড়ির টান॥

*[নোয়াখালী জিলা স্কুল]*

ক. লালন 'জেতের ফাতা' কোথায় বিকিয়েছেন? ১

খ. 'মূলে এক জল সে যে ভিন্ন নয়'— বলতে কোন বিষয়টি বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকের চেতনার সঙ্গে 'মানবধর্ম' কবিতার সম্পর্ক তুলে ধরো। ৩

ঘ. 'মানবধর্ম' কবিতার আলোকে উদ্দীপকে প্রকাশিত মনুষ্যধর্মের স্বরূপ নির্ণয় করো। ৪

**১৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** লালন 'জেতের ফাতা' সাত বাজারে বিকিয়েছেন।

**খ** এখানে পানির অভিন্ন উপাদানের মধ্য দিয়ে অভিন্ন মানবসত্তাকে বোঝানো হয়েছে।

স্থানবিশেষে অবস্থানের কারণে পানির নাম হয় কখনো কূপজল আবার কখনো গঙ্গাজল। মূলে সব পানি একই উৎস ও উপাদান থেকে এসেছে। কূপের পানিকে প্রাত্যহিক প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়। আর গঙ্গার পানিকে পবিত্র মনে করা হয়। কিন্তু ভাববার বিষয় হলো, দুই স্থানের হলেও যেমন মূলে এক, তেমনি জাতি-ধর্মের অন্তরালে পৃথিবীর সব মানুষ একই স্রষ্টার একই উপাদানে সৃষ্টি। তাই অভিন্ন মানবসত্তা বোঝাতে কবি আলোচ্য উক্তিটির অবতারণা করেছেন।

**গ** অসাম্প্রদায়িক চেতনা প্রকাশের দিক থেকে উদ্দীপকের চেতনার সঙ্গে 'মানবধর্ম' কবিতার সম্পর্ক রয়েছে।

একই স্রষ্টার সৃষ্টি পৃথিবীতে সব মানুষ সমভাবে প্রকৃতির কোলে বেঁচে থাকে। প্রকৃতির দানে জাত-ধর্মের কোনো ভেদাভেদ থাকে না। উদার প্রকৃতির মতো মানুষ অভিন্ন সত্তায় সম্প্রীতি বজায় রাখুক, এমন আশাবাদ ব্যক্ত হয়েছে আলোচ্য উদ্দীপক ও 'মানবধর্ম' কবিতায়।

উদ্দীপকের কবিতাংশে হিন্দু-মুসলমানকে একই বৃন্তের দুটি ফুল বলা হয়েছে। যারা একই মায়ের কোলের মতো আকাশের রবি-শশীর কল্যাণ গ্রহণ করে। তাদের নাড়ির শিরা-উপশিরায় একই রক্ত প্রবাহিত হয়। সম্প্রদায়হীন একই মানবসত্তার পরিচয়টি উদঘাটিত হয়েছে 'মানবধর্ম' কবিতায়ও। কবি এখানে জাত-ধর্মের ঊর্ধ্বে উঠে মানবধর্মের জয়গান গেয়েছেন। এভাবে উদ্দীপক ও কবিতায় অভিন্ন মানবসত্তা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দিকটি সমভাবে ফুটে উঠেছে।

**ঘ** ধর্ম ও সম্প্রদায়গত পরিচিতির চেয়ে মনুষ্যধর্মই বড়, এ সত্যটি উদ্দীপক ও 'মানবধর্ম' কবিতায় সমভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

পৃথিবীতে জাত-ধর্মের ভেদাভেদ করা একটি সংকীর্ণ মানসিকতার পরিচয়। এমন সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে মানুষ ও মানবতার জয়গান উচ্চারিত হয়েছে উদ্দীপক ও 'মানবধর্ম' কবিতায়।

উদ্দীপকের কবিতাংশে মানবসত্তার বিকাশে একই উপাদানের কথা বলা হয়েছে। এখানে হিন্দু-মুসলমানের ধর্মভিত্তিক কোনো ভেদাভেদের কথা না বলে একই প্রকৃতিতে একই মানবসত্তার পরিচয় বিধৃত হয়েছে। যা মনুষ্যধর্মের স্বরূপকে উদঘাটন করে। 'মানবধর্ম' কবিতায়ও কবি ধর্ম ও সম্প্রদায়গত পরিচিতির চেয়ে মানুষ হিসেবে পরিচিতিটাকেই বড় বলে বিশ্বাস করেন। তিনি জাত-পাত বা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি এবং মিথ্যা গর্ব করা থেকে বিরত থেকে মনুষ্যধর্মের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

'মানবধর্ম' কবিতায় জন্ম-মৃত্যুকালে যেমন মানুষের কোনো পার্থক্য থাকে না, তেমনি উদ্দীপকেও একই আকাশের কোলে একই রবি-শশীর স্বাদ গ্রহণকালে মানুষে মানুষে কোনো পার্থক্য দেখা যায় না, সবাই মানুষ পরিচয়ই ধারণ করে। এখানে মনুষ্যধর্ম বা মানবতাই প্রাধান্য পায়। এভাবেই 'মানবধর্ম' কবিতা ও উদ্দীপকে মনুষ্যধর্মের স্বরূপ সার্থকভাবে নির্ণীত হয়েছে।

**প্রশ্ন ▶ ১৫** আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম
গ্রামের নওজোয়ান হিন্দু-মুসলমান
মিলিয়া বাউলা গান আর মুর্শিদি গাইতাম।

*[বাংলাদেশ মহিলা সমিতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম]*

ক. লালন শাহের গানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য কী? ১

খ. জাতপাত নিয়ে বাড়াবাড়ি করা উচিত নয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে 'মানবধর্ম' কবিতার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "গ্রামের হিন্দু-মুসলমানের মিলনে 'মানবধর্ম' কবিতার মূল সুর বেজে উঠেছে"— মন্তব্যটি বিচার করো। ৪

**১৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** লালন শাহের গানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো— অধ্যাত্মভাব ও মরমি রসব্যঞ্জনা।

**খ** জাতপাত নিয়ে বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়, কারণ তা মানুষের সঠিক পরিচয় বহন করে না।

কবি লালন সমাজে প্রচলিত জাতি-ধর্মের বিভেদে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি লক্ষ করেছেন, জাতি-ধর্মের ভিন্নতা মানুষের ঐক্যকে বিনষ্ট করছে। তিনি মনে করেন, মনুষ্যত্বই মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচয়। তাই জাতপাত নিয়ে বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়।

**গ** ৯ নম্বর প্রশ্নের 'গ' উত্তর দ্রষ্টব্য।

**ঘ** ৯ নম্বর প্রশ্নের 'ঘ' উত্তর দ্রষ্টব্য।

https://teachingbd24.com

**প্রশ্ন ▶ ১৬** গাহি সাম্যের গান
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই নহে কিছু মহীয়ান
নাই দেশ কাল পাত্রের বেদ, অভেদ ধর্মজাতি
সবদেশে সব কালে ঘরে ঘরে, তিনি মানুষের জ্ঞাতি।
*[হবিগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]*

ক. লালন শাহের গানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য কী? ১
খ. 'কেউ মালা, কেউ তসবি গলায়' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
গ. উদ্দীপকের মর্মবাণী 'মানবধর্ম' কবিতায় কতখানি প্রতিফলিত হয়েছে? বিশ্লেষণ করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের শিক্ষাই 'মানবধর্ম' কবিতার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়" - মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

**১৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** লালন শাহের গানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো আধ্যাত্মভাব ও মরমি রসব্যঞ্জনা।

**খ** 'কেউ মালা কেউ তসবি গলায়' বলতে লালন মানুষের ধর্মের পার্থক্যকে বুঝিয়েছেন।

হিন্দু ধর্মানুসারীরা সাধারণত ভগবানের নাম জপ করার ক্ষেত্রে মালা ব্যবহার করে এবং এ মালা তারা গলায় ঝুলিয়ে রাখে। আবার মুসলমানরা খোদার নাম জপ করতে তসবি ব্যবহার করে। অর্থাৎ আলোচ্য লাইনে লালন হিন্দু ও মুসলমান ধর্মানুসারীদের বুঝিয়েছেন।

**গ** উদ্দীপকে 'মানবধর্ম' কবিতায় বর্ণিত অভিন্ন মানবসত্তার শ্রেষ্ঠত্বের দিকটি ফুটে উঠেছে।

ধর্ম বা সম্প্রদায়গত পরিচিতির চেয়ে মানুষ হিসেবেই মানবজাতির পরিচয়টাই সবচেয়ে বড়। জাত-ধর্ম নিয়ে অযথা বাড়াবাড়ি বা মিথ্যে গর্ব করা ঠিক নয়।

'মানবধর্ম' কবিতার কবি মনুষ্যধর্মে বিশ্বাসী। লালন বলেছেন, জাতকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন না। মানবধর্মই মূলকথা। জন্ম বা মৃত্যুকালে কেউ যেহেতু জপমালা বা তসবি ধারণ করে না তাই জাত-ধর্মের চেয়ে মানবসত্তাই সর্বোচ্চ শ্রেষ্ঠ দিক। উদ্দীপকটির কবিতাংশেও কবি মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করতে প্রয়াসী হয়েছেন। কবি মনে করেন, মানুষের চেয়ে বড় আর কিছুই নয়। দেশ-কাল-পাত্র-ধর্ম বড় কথা নয়, মানবধর্মই সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি। মানবসত্তার এই শ্রেষ্ঠত্বের দিকটি 'মানবধর্ম' কবিতারও মূলকথা। উদ্দীপকেও ফুটে উঠেছে অভিন্ন মানবসত্তারই জয়গান।

**ঘ** জাত-ধর্ম নয়, মানুষ হিসেবে পরিচিতিটাই সবচেয়ে বড় পরিচয়— উদ্দীপকের এই শিক্ষাই 'মানবধর্ম' কবিতার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

মানবধর্ম তথা মনুষ্যত্ববোধেই মানুষের প্রকৃত পরিচয় নিহিত। জাত বা ধর্ম নিয়ে অযথা বাড়াবাড়ি করা ঠিক নয়। একজন মানুষ যখন মানবতাবোধের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তখন সেটিই হয় তার প্রধান ধর্ম।

উদ্দীপকটিতে কবি সাম্যের গান গেয়েছেন। কবি বলেছেন, মানুষের চেয়ে বড় কিছুই হতে পারে না, কিছুই মহীয়ান হতে পারে না। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে মানুষের পরিচয় একজন মানুষ হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত হয়। 'মানবধর্ম' কবিতাটিতেও জাত ও ধর্মভেদে মানুষের যে ভিন্নতার কথা বলা হয় লালন তাতে বিশ্বাসী নন।

'মানবধর্ম' কবিতায় লালন ফকির মানুষের জাত পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি জাতকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেননি। তাঁর কাছে মনুষ্যধর্মই মূলকথা। আলোচ্য কবিতায় লালন ফকির মানবধর্মের জয়গান গেয়েছেন। উদ্দীপকটির কবিতাংশেও মানুষকেই বড় করে দেখার কথা বলা হয়েছে। কবির মতে, মানুষের ওপরে আর কোনো কিছুর অবস্থান হতে পারে না। উদ্দীপকের এ শিক্ষাই 'মানবধর্ম' কবিতার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

**প্রশ্ন ▶ ১৭** গাহি সাম্যের গান
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই নহে কিছু মহীয়ান
নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ-অভেদ ধর্ম জাতি
সবদেশে সব কালে ঘরে-ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।
*[ভোলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]*

ক. লালন 'জেতের ফাতা' কোথায় বিকিয়েছেন? ১
খ. 'গঙ্গাজল ও কূপজল' ভিন্ন নয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে 'মানবধর্ম' কবিতার যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা আলোচনা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের শিক্ষাই 'মানবধর্ম' কবিতার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়"— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

**১৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** লালন 'জেতের ফাতা' সাত বাজারে বিকিয়েছেন।

**খ** কূপজল ও গঙ্গাজলের অবস্থান ভিন্ন হলেও একই বস্তু বলে দুটোই অভিন্ন সত্তা।

জল যখন গর্তে থাকে তখন তাকে বলা হয় কূপজল, আর তা যদি থাকে গঙ্গা নদীতে তখন হয়ে যায় গঙ্গাজল। গঙ্গাজল পবিত্রতার প্রতীক হলেও দুটোই একই বস্তু। তাই স্থান ভিন্ন হলেও কূপজল আর গঙ্গাজল অভিন্ন সত্তা।

**গ** উদ্দীপকে 'মানবধর্ম' কবিতায় বর্ণিত অভিন্ন মানবসত্তার শ্রেষ্ঠত্বের দিকটি ফুটে উঠেছে।

ধর্ম বা সম্প্রদায়গত পরিচিতির চেয়ে মানুষ হিসেবে মানুষ পরিচয়টাই সবচেয়ে বড়। মানবতার বিচারে সকল মানুষ সমান। তাই জাত-ধর্ম নিয়ে অযথা বাড়াবাড়ি বা মিথ্যে গর্ব করা ঠিক নয়।

উদ্দীপকের কবিতাংশে কবি মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করতে প্রয়াসী হয়েছেন। কবি মনে করেন, মানুষের চেয়ে বড় আর কিছুই নয়। দেশ-কাল-পাত্র-ধর্ম বড় কথা নয়, মানবধর্মই সর্বশ্রেষ্ঠ। 'মানবধর্ম' কবিতার কবিও মনুষ্যধর্মে বিশ্বাসী। লালন বলেছেন, জাতকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন না। মানবধর্মই মূলকথা। কেননা, জন্ম বা মৃত্যুকালে কেউই জপমালা বা তসবি ধারণ করে না। মানবসত্তার এই শ্রেষ্ঠত্বের দিকটি উদ্দীপকেরও মূলকথা। অর্থাৎ 'মানবধর্ম' কবিতার জাতিভেদের বিতর্ক ছাপিয়ে উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে অভিন্ন মানবসত্তারই জয়গান।

**ঘ** ১৬ নম্বর প্রশ্নের 'ঘ' উত্তর দ্রষ্টব্য।

Teachingbd24.com